স্বাধীনতা সংগ্রামের রক্তরাঙ্গা অধ্যায়...

পরিচালনা ও প্রযোজনা

হেমেন গুপ্ত

ফিল্ম ট্রাষ্ট অফ্ ইণ্ডিয়ার
প্রথম চিত্রার্ঘ
'৪২

—ঃ০ঃ—

চরিত্রেঃ

শ্রীমতী মঞ্জু দে, শ্রীমতী সুরুচি সেনগুপ্তা, শ্রীমতী লীলা ঘোষ, কুমারী অমিতা সরকার, বিকাশ রায়, প্রদীপ কুমার, কালী সরকার (এঃ) শম্ভু মিত্র, হরিমোহন বসু, শ্যামল দত্ত, বংকিম ঘোষ, সরোজ সেনগুপ্ত, অনিল গাংগুলী, মধু ঘোষাল, শংকর বোস, নীলরতন ব্যানার্জ্জি, গোপাল দত্ত, কিশোরী পাইন, বাপি, হরেন মুখার্জ্জি, অবনী ব্যানার্জ্জি (এঃ), জ্যোতি মুখার্জ্জি, তপেন মিত্র, ননী মজুমদার, বিনয় মুখার্জ্জি, বাণী বাবু, ধীরেন মুখার্জ্জি, আহ্লাদ বসু ও আরো অনেকে

—

[redacted]

বিয়াল্লিশের বিক্ষুব্ধ ভারত। ভারতের আকাশে ঝড়ের মেঘ। প্রত্যাসন্ন বিপ্লবের সম্ভাবনায় ইতিহাস [illegible]ত। গান্ধীজীর কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হলো চরম বাণী—ছাড়ো ভারত। সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের পট-পরিবর্ত্তন। শৃঙ্খলমোচনের দুর্জ্জয় সংকল্পে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠ্‌লো ভারতের অন্তরাত্মা। উদ্বেলিত হয়ে উঠলো আসমুদ্রহিমাচল ভারত। সুরু হলো ভারতের স্বাধীনতার শেষ সংগ্রাম।

বিয়াল্লিশের বাংলা! বৃটিশ সামরিক শক্তির পাশবিকতা আর হিংস্র পুলিশী জুলুমের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়ালো। তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়লো বিয়াল্লিশের আন্দোলন। সেই আন্দোলনের তরঙ্গশীর্ষে দেখা দিল বাংলারই একটি গ্রাম। চক্ষে তার রুদ্রের রোষ-বহ্নি আর কণ্ঠে রণহুঙ্কার—ছাড়ো ভারত!

দুশো বছর ধরে আমরা স্বাধীনতার যে স্বপ্ন দেখে এসেছি আজ তার বাস্তবমূর্ত্তি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় এই বিয়াল্লিশকে। পৃথিবীর স্বাধীন জাতির দরবারে ভারত যে আজ গৌরবের আসন পেয়েছে তার মূলে আছে এই বিয়াল্লিশের আন্দোলন। শক হূণ তাতার মোগল পাঠান—কত বিদেশী দল হানা দিয়েছে ভারতের স্বর্ণভূমিতে—শেষে এল বণিকের বেশে ইংরেজ। খণ্ড বিচ্ছিন্ন ভারত, ভারতবাসীদের মধ্যে একতার অভাব—তার সঙ্গে জনকয়েক স্বার্থান্ধ দেশদ্রোহীর ষড়যন্ত্র সুযোগ দিল ইংরেজকে। সেই সুযোগে একদিন বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ড রূপে। সাম্রাজ্যবাদীর লোভ ভারতবর্ষকে অধীনতার নাগপাশে বেঁধে ক্ষান্ত হলো না—ভারতের ঐশ্বর্য্যের অবাধ লুণ্ঠনে তারা দ্বিধা করলো না এতটুকু।

এই শাসন ও শোষণের অনিবার্য্য প্রতিক্রিয়া দেখা দিলো ভারতবাসীর বৈপ্লবিক চেতনার মধ্যে। সন্ত্রাসবাদের পথ থেকে গান্ধীজী প্রবর্ত্তিত অহিংস পথে বিবর্ত্তিত হলো ভারতের মুক্তি সংগ্রাম। দুশো বছরের অধীনতা-বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেল। কবে?

১৯৪৭-এ নয়—১৯৪২-এই তা সম্ভব হলো। অহিংস সংগ্রামের শেষ অধ্যায়ে ইংরেজের সে দম্ভ আর রইল না, তারা আগ্রহ প্রকাশ করলো ভারতবাসীর সঙ্গে আলোচনা করতে। এগিয়ে এলো শান্তির প্রস্তাব নিয়ে। কিন্তু সর্ত্ত ছিল মাত্র একটি—ছাড়ো ভারত। যে বৈপ্লবিক শক্তির প্রচণ্ড আঘাতে সাম্রাজ্যবাদীকে ভারত ছেড়ে যেতে হলো—এ চিত্র তারই রূপায়ণ মাত্র।

* * * * * *

বাংলার ছোট্ট একটি গ্রাম—আলিনান। নগর জনপদ অতিক্রম করে বিয়াল্লিশের আন্দোলনের তরঙ্গ এসে আঘাত করলো এই গ্রামের তটপ্রান্ত। জমিদারের বাড়ী দখল করে সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ তাদের একটা ঘাঁটি বসিয়েছে এখানে। গ্রেপ্তারের পূর্ব্বমুহূর্ত্তে স্থানীয় কংগ্রেস-সেক্রেটারী বলে গেলেন—জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে তারা কখনো পেছনে পড়ে থাকেনি। এবারেও যেন তাঁর গ্রামবাসী মহাত্মাজীর নির্দ্দেশে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

ঝাঁপিয়ে তারা পড়লো। তাদের মন্ত্র—করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে। তাদের দাবী—ছাড়ো ভারত। খবর এলো গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে—গ্রেপ্তার করা হয়েছে কংগ্রেসের সমস্ত নেতৃবৃন্দকে আর কংগ্রেসকে ঘোষণা করা হয়েছে বে-আইনী প্রতিষ্ঠান। জনসভা। শোভাযাত্রা। সংঘর্ষ। বেয়নেট—গুলী—গ্রেপ্তার—ছোট্ট গ্রামখানিতে সুরু হলো প্রলয়-কাণ্ড।

তরুণ কংগ্রেস কর্ম্মী অজয় আর তার স্ত্রী বীণা গ্রামবাসীদের উৎসাহে মাতিয়ে তুললো। রসিদ মহম্মদ, হরি মোড়ল, দাসু কামার, তার মেয়ে ময়না, অজয়ের বৃদ্ধা ঠাকুমা—যে যেখানে ছিল গ্রামের সমস্ত নরনারী ঝাঁপিয়ে পড়লো মুক্তি-সংগ্রামে। ময়নার গ্রেপ্তার এবং নির্য্যাতনের মুখে তার আত্মবলি সারা গ্রামবাসীকে বিক্ষুব্ধ করে তুললো। মর্ম্মাহত দাসু কামার বলে—এর প্রতিকার চাই। সত্যাগ্রহী অজয় বলে—অহিংসা আমাদের একমাত্র অস্ত্র। অজয়ের বৃদ্ধা ঠাকুমা বলেন—ঠিক কথা। তবে আত্মসম্মান রক্ষা করবার জন্যে, গান্ধীজী বলেছেন, প্রত্যেক নারী সঙ্গে রাখবে একখানা অস্ত্র। দাসু কামার পাগলের মত ছোরা তৈরী করে দিনরাত, আর সেগুলো বিলিয়ে দেয় গ্রামের প্রত্যেক মেয়ের মধ্যে। বিশ্বাসঘাতক মণ্ডল মহাজন এই সংবাদ পৌছে দিল মিলিটারী কর্ত্তৃপক্ষের কাছে। স্বৈরাচারের দ্বিতীয় বলি হলো—দাসু কামার।

বিপ্লবের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়ে সারা গ্রামে। আত্মগোপন করে বিপ্লবের পরিচালনা করে কর্ম্মীরা। পরিকল্পনা হয় সমস্ত ঘাঁটি দখল করতে হবে। একটা দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করে বীণা। হিন্দু-মুসলমানকে হাত করে এই পরিকল্পনা আর প্রস্তুতি ভাঙ্গবার ব্যর্থ চেষ্টা করে মেজর। আবার সংঘর্ষ আবার অত্যাচার। অজয়ের বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দিল ওরা। বীণার ছেলেটি মারা গেল। আর অজয়কে ওরা নিয়ে গেল গ্রেপ্তার করে। বন্দীর ওপর চলে নির্য্যাতন। আসামীর কাঠগড়া থেকে অজয় ঘোষনা করে কংগ্রেসের নীতি, গান্ধীজীর নির্দ্দেশ। শত্রুর কবল থেকে অজয়কে উদ্ধার, করে তার দলের কর্ম্মীরা।

দিন যায়। আন্দোলনের তীব্রতা বাড়ে। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে শত্রুর অত্যাচার। এবার গ্রেপ্তার হলো বীণা। আবার সংঘর্ষ আবার শোভাযাত্রা। পতাকা হাতে শোভাযাত্রার পুরোভাগে অশীতিবর্ষ বৃদ্ধা। ছত্রভঙ্গ হবার আদেশ উপেক্ষা করে এগিয়ে চলে শোভাযাত্রা। গুরুম্! গুরুম্! ইংরেজ সৈন্য বর্ষণ করে অবিশ্রান্ত গুলি সেই নিরস্ত্র, অহিংস জনতার ওপর। সত্যাগ্রহীদের ভ্রূক্ষেপ নেই। শত্রুর গুলী বিদ্ধ করে বৃদ্ধার হৃতপিণ্ড। ব্যারাকের ভেতর শোভাযাত্রীরা ঢুকে পড়েছে। মেজর হুকুম দেয় ফায়ার! সিপাইরা হাতিয়ার তুলে দাঁড়ালনা। তারা এসে হাতে হাত মেলায় তাদের দেশবাসীর সঙ্গে যারা দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছে নিরস্ত্রভাবে।

... ...

পলায়নে পটু বৃটিশ অহিংস বিপ্লবের প্রচণ্ডতায় পালিয়ে গেল গ্রাম ছেড়ে—পালিয়ে গেল ভারত ছেড়ে। দুশো বছর রাজত্বের সময়ে তারা ভারতের অনেক মুক্তি আন্দোলন দেখেছে—কিন্তু তারা ভ্রূক্ষেপ করেনি সে সব—কখনো ভারত ছেড়ে চলে যাবার কথা তারা চিন্তাও করেনি। কিন্তু অহিংসা মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ বিয়াল্লিশের এই যে নিরস্ত্র গণ-অভ্যুত্থান—এর প্রচণ্ড গতিপথে সাম্রাজ্যবাদ আর টিকলনা, সাম্রাজ্য ছাড়তে তারা বাধ্য হলো। ইতিহাসের এই অনিবার্য্য পরিণতি—মহাত্মাজীর অহিংসা মন্ত্রের জয় ঘোষণা করে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্কটকালে বিদেশীর সঙ্গে হাত মেলাবার জন্যে এদেশে কখনো মির্জ্জাফর উমিচাঁদের অভাব হয়নি। ঐ ছোট্ট গ্রামের মুক্তি সংগ্রামের মধ্যে এমনি একদল মির্জ্জাফর ছিল ঐ বিশ্বাসঘাতক মণ্ডলী। এই মণ্ডলেরা চিরকাল এমনি শয়তানী করে থাকে। এরা স্বদেশপ্রেমের সুযোগ নিয়ে দেশের শত্রুতা করে। এদের সবাই চেনে। আজ আমাদের নবলব্ধ স্বাধীনতাকে বাঁচাতে হলে এই রকম দেশদ্রোহীদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সজাগ ও সতর্ক থাকতে হবে। শত সহস্র বীরের প্রাণোৎসর্গে আমরা যে স্বাধীনতা লাভ করেছি, তা আমরা আর কোনমতেই হারাতে পারিনা—যেমন করেই হোক সে স্বাধীনতা রক্ষা করতেই হবে।

... ...

ছবির কাহিনী এখানেই শেষ—কিন্তু এর যে মর্ম্মবাণী তাই আজ আমাদের উপলব্ধি করতে হবে গভীরভাবে। দাসত্বের গুরুভার শৃঙ্খল আজ আমাদের পা থেকে ছিঁড়ে গেছে—কিন্তু এখনও আমরা চরম সংকট উত্তীর্ণ হতে পারিনি। পরবশ্যতা থেকে মুক্ত হয়ে আমরা যে সুযোগ আজ লাভ করেছি—এরই পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহারের ওপর নির্ভর করছে আমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। আজ এসিয়ার দৃষ্টি—পৃথিবীর দৃষ্টি ভারতের ওপর—একথা যেন আমরা না ভুলে যাই। নিজেদের মধ্যে আর যেন দলাদলির প্রশ্রয় দিয়ে ভেদবিভেদ-অনৈক্য সৃষ্টি করে নীতিকে দুর্ব্বল না করি। মহাত্মাজীর 'রামরাজ্য' স্থাপনের স্বপ্ন সফল করবার দায়িত্ব আমাদেরই। আত্মঘাতী অন্তর্বিপ্লবের পথে এ স্বপ্ন সফল হবেনা, সন্ত্রাসবাদের পথে এ স্বপ্ন সফল হবেনা। এ স্বপ্ন সফল হবে স্বাধীন ভারতের প্রত্যেক নরনারীর পারস্পরিক নিবিড় ঐক্য আর মিলনের ভেতর দিয়ে।

আগষ্ট আন্দোলনের মর্ম্মবাণী এই।

গান

ওই কণ্টকময়···বন্ধুর পথ···বজ্রের সম্ভার,
সব যাত্রীর দল···বিদ্যুৎবেগে···ভেদ করো বুক তার।
ওই নারী ও শিশুর আর্ত্তনাদ
·····অসহ নির্য্যাতন,
দগ্ধ গৃহের স্তব্ধ প্রাণের
বীভৎস ক্রন্দন—
আজ প্রতিজ্ঞ হও···বন্ধ করিতে পাশব অত্যাচার।
ওই কঙ্কাল দল···স্থির নিশ্চল···চক্ষে সর্পভয়,
হিংস্র সে কোন···রক্তশোষণ···করিছে ওদের ক্ষয়।
ওই হত্যাপ্লাবন···রুদ্ধ করিতে···জাগো আজ দুর্ব্বার।
সংশয় আর নয়,
মৃত্যুর পথে আনোহে যাত্রী—
মৃত্যুর পরাজয়।
ওই রক্ত-শিরায়···মহাকাল নিক্···ভয়াবহ রূপ তার!

চিত্র-শিল্পী
জি, কে, মেহতা

সংগীত পরিচালনা
হেমন্ত মুখার্জি

সম্পাদনা ঃ
এ, কে, চ্যাটার্জি

গীতিকার
তড়িৎকুমার ঘোষ

ব্যবস্থাপনায়
মাণিক সেন, বিনয় দে
অনিল সেনগুপ্ত, অনন্ত গুপ্ত

পরিচালক
বিকাশ রায়

পরিচালনায়
বর্ধন, কেষ্ট দাশগুপ্ত
মার্তণ্ড সেন, মহেন্দ্র চক্রবর্তী

শব্দযন্ত্রে
তরণী রায়, কৃষ্ণা

সম্পাদনায়
বৈদ্যনাথ চ্যাটার্জি

স্থিরচিত্রী
ষ্টীল ফোটো সার্ভিস

রসায়ণাগার
বেংগল ফিল্ম ল্যাবরেটরীজ্ লিঃ

শব্দ-যন্ত্রী
মান্না লাডিয়া

শিল্প নির্দেশনা
বীরেন নাগ

রূপসজ্জা
নারায়ণ দে

আলোক নিয়ন্ত্রণ
সমীর ভট্টাচার্য্য

প্রযোজনা
হেমেন গুপ্ত

সহকারী প্রযোজনা
বি, রায়

সহকারী

চিত্রগ্রহণে
সর্বেশ্বর শেঠ, সুনীল মিত্র

শিল্প নির্দেশনায়
কার্তিক বসু, অবিনাশ চক্রবর্তী

রূপসজ্জায়
রামচন্দ্র, কাইজার

আলোক নিয়ন্ত্রণে
অনিল দাস, শচীন আঢ্য

কালী ফিল্মস্ ষ্টুডিয়োতে আর্ সি এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
মেসার্স জেস্‌টেট্‌নার এণ্ড কোং
„ চিকাগো টেলিফোন রেডিও কোং লিঃ
„ আর, সেন এণ্ড কোং

কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা ..হেমেন গুপ্ত
একমাত্র পরিবেশক : কিনেমা এক্সচেঞ্জ লিঃ

দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া—৩।১, মোহন বাগান লেন, কলিকাতা—৪